বদলে গেছে দিন

তখন মার্চ ২০০৪। হৃদয়ে মাটি ও মানুষের তিনটি কি চারটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে। শাইখ সিরাজ বললেন, মে দিবসের প্রোগ্রামের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য। আধুনিক কৃষির চিন্তা-ভাবনার আলোকে চলছে অনুষ্ঠান, সেখানে মে দিবসকে কিভাবে, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে সাবজেক্ট করা যাবে? তিনি বললেন, কৃষি শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের দেশে কৃষি শ্রমিকদের নিয়ে তেমন একটা কাজ হয় না। তাদের বঞ্চনার ফিরিস্তি বর্ণনা করতে বেশি দূর যাওয়ার প্রয়োজন নেই, মোট শ্রমশক্তির ৬৭ ভাগ কৃষিশ্রমিক। অথচ এরা কাগজে কলমে অথবা নীতিতে-নথিতে শ্রমিক হিসেবে গণ্য নয়। এরা কোনো কিছুতেই সংজ্ঞায়িত হয় না। কৃষক হিসেবেও ধরা হয় না এদের। বলা হয় জন, মুনিষ, পাইট। শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন করে, সরকারের সঙ্গে দরকষাকষি করে, এরা করে না। এই ৬৭ ভাগ শ্রমশক্তিকে অধিকারের ব্যাপারে সচেতন করে তোলার কোনো উদ্যোগই নেয়া হয়নি আজ অব্দি। এই তথ্য তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি কথা বলতে হবে গ্রামীণ জনপদের ভূস্বামীদের সঙ্গে। যারা নিজেরা চাষ করে না, শ্রমিক দিয়ে চাষ করায়। এই শ্রমিক ও ভূস্বামীদের মধ্যে লেনদেনের আনুপাতিক হিসাবটাও তুলে আনতে হবে। তুলে আনতে হবে, দেশের কোন্ জেলায় কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা কমছে এবং কোন অঞ্চলে বাড়ছে। এসব বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য বিভিন্ন দপ্তরে ছুটোছুটি, কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা হলো। দেখা গেল, সরকারি শ্রম দপ্তর এ বিষয়ে খুব একটা ওয়াকেবহাল নয়। তারা প্রয়োজনীয় কোনো কাগজ সরবরাহ করতেও পারছে না। আমরা কথা বললাম, আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন বিলস্-এর সঙ্গে। দরকারি কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেল বেসরকারি সংগঠন সমতার কাছ থেকে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, নির্দেশনা অনুযায়ী যখন আমরা কৃষি শ্রমিক বিষয়ে নানামুখী কাজ করতে নেমে গেছি, তখন অনেকেই একবাক্যে বলেছেন, কৃষকদের শ্রমিক হওয়ার দারকার কী, কৃষকদের তো সংগঠন রয়েছে। রয়েছে কৃষক দল, কৃষক লীগ, কৃষক পার্টি ইত্যাদি। বলেছিলেন পৃথিবীতে অনেক দেশে কৃষি ও কৃষকদের সংগঠন থাকলেও আমাদের দেশে নেই, নেই অধিকার আদায়ের কোনো প্লাটফর্ম। আর সঙ্গতকারণেই অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকরা কোনো নামেই সংজ্ঞায়িত হয় না। যাদের জমিজমা আছে তারাই কৃষক হিসেবে পরিগণিত হন। আর যাদের জোতজমি কিছুই নেই তারা নয় কৃষক, নয় শ্রমিক। আমাদের দেশে শ্রমিক বলতেই কলকারখানার শ্রমিকদের বোঝানো হয়। তারা সংঘবদ্ধ। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক কারণে গ্রুপিং রয়েছে। রয়েছে দরকষাকষির ক্ষেত্র। এইসব শ্রমিক নেতাদের গাড়ি বাড়ির মালিক হওয়ার সুযোগ রয়েছে। কোথাও কোথাও রয়েছে বৈষম্যবোধ, রাজনৈতিক হঠকারিতা। রয়েছে কৃষক সংগঠনও। যেসব সংগঠন রাজনৈতিক দলকেন্দ্রিক। যেমন কৃষক দল, কৃষক লীগ ইত্যাদি। রাজনৈতিক এসব সংগঠনগুলোও শ্রমিক সংগঠনগুলোর মতোই। এসব সংগঠনের নেতারাও ব্যাপক ভোগবিলাসী। রাজনৈতিক পরিচয়কে পুঁজি করে গাড়ি বাড়ির মালিক বনে যাওয়ার সুযোগ পান। আমাদের দেশে শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে কৃষক সংগঠনের তফাৎ হচ্ছে, শ্রমিক সংগঠন গঠিত হয় শ্রমিকদের নিয়ে কিন্তু রাজনৈতক কৃষক সংগঠনগুলোয় কৃষকের অস্তিত্ব থাকে না বললেই চলে। মূলত নেতৃত্ব প্রত্যাশীদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর গঠনতন্ত্র ও অর্গানোগ্রাম পরিপূর্ণ করতে এ ধরণের অঙ্গসংগঠন তৈরি করা হয়।

যা হোক, ২০০৪ সালের পয়লা মে'র দিন শনিবার পড়লো। হৃদয়ে মাটি ও মানুষের ওই পর্বটিতে যাবে কৃষি শ্রমিক নিয়ে প্রতিবেদন। প্রায় দুই মাস আগে থেকেই আমরা কাজ শুরু করেছিলাম। সরেজমিনে দেখলাম দেশের মধ্যে কুমিল্লা অঞ্চলে কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা একেবারেই কমে গেছে। অর্থাৎ যারা একসময় কৃষি শ্রমিক ছিলো তারা এখন পরিণত হয়েছে বর্গা চাষীতে। ভূস্বামীদের সঙ্গে তাদের ভাগ বাটোয়ারার হিসাবটাও বেশ ন্যায্যই মনে হলো। কিন্তু কৃষি শ্রমিক বাড়ছে গোটা উত্তরাঞ্চল জুড়ে। কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড় এসব এলাকার কৃষি শ্রমিকদের অসহায়ত্ব দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। যমুনা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্রের করাল গ্রাসে যাদের ভিটেমাটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে তাদের বড় একটি অংশ কৃষি শ্রমিক। দেশের দক্ষিণাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে রয়েছে এইসব অসহায় কৃষি শ্রমিকদের চাপ। দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যবসা কেন্দ্রে বসে শ্রমিকের বাজার। শ্রমিক কিনে নিয়ে যায় জমির মালিকরা। এ নিয়ে বিভিন্ন সাংবাদিক একাধিক রিপোর্টও করেছেন। রং চড়িয়ে কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন মানুষ বিকিকিনির হাট।

হৃদয়ে মাটি ও মানুষের প্রতিবেদনটি তৈরির জন্য পলিসি লেভেল থেকে বিলস্-এর সভাপতি, জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদল সভাপতি নজরুল ইসলামের সাক্ষাৎকার নেয়া হলো, সাক্ষাৎকার নেয়া হলো কৃষি প্রতিমন্ত্রী ফখরুল ইসলাম আলমগীরের। এর আগেই ঝিনাইদহের সাধুহাটি গ্রামের কৃষক তার নিজের ধান ক্ষেতে দাঁড়িয়ে দেয়া সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট জানান, পয়লা মে কি জিনিস তারা জানেন না। একই কথা জানান আরো বেশ কিছু কৃষক। তারা একথাও জানান, দেশের কৃষিমন্ত্রী কে তারা তা জানেন না। তাকে কোনোদিন তারা দেখেননি। হৃদয়ে মাটি ও মানুষে প্রতিবেদন প্রস্তুতের পর শাইখ সিরাজ তার প্রতিবেদনে তুলে ধরলেন, কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি ও কৃষক, কিন্তু দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী ও ৬৭ ভাগ শ্রমশক্তির কৃষি শ্রমিকের মর্যাদাটুকুও কাগজে কলমে পান না। তারা চেনেন না কৃষি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মূল নীতি নির্ধারক কৃষিমন্ত্রীকে। আক্ষেপের স্বরে জানালেন, কৃষকের কোনো সংগঠন নেই। যতদিন তাদের কোনো প্লাটফর্ম তৈরি হবে না, ততদিন বঞ্চনা ঘুচবে না তাদের।

আদিত্য শাহীন